DEC. 26 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# মীর্জাগঞ্জে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী শিক্ষকের সংকট ॥ শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত ॥ অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন

মীর্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা মীর্জাগঞ্জ উপজেলার মাধ্যমিক স্কুল-মাদ্রাসায় অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকের অভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা ব্যাহত হওয়ায় অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা (মাধ্যমিক) অফিস সূত্রে জানা যায়, এ উপজেলায় ৩০টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক এবং ২৯টি দাখিল ও সিনিয়র মাদ্রাসাসহ মোট ৫৯টি মাধ্যমিক স্কুল-মাদ্রাসা আছে। এর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষক রয়েছে। তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, আশির দশক হতে স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী বিষয়টি বাধ্যতামূলক না থাকায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজী বিষয় বাদ দিয়ে এ যাবৎ স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছে। ১৯৯৭ সন হতে ইংরেজী বিষয় স্নাতক পর্যায় বাধ্যতামূলক হলেও পূর্ববর্তী বছরসমূহে যারা স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন তারা দায়সারাভাবে ইংরেজী পড়াচ্ছেন। অপরদিকে আশির দশকের পূর্বের স্নাতক ডিগ্রী লাভধারী শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই অবসরে গেছেন। ফলে, মাধ্যমিক স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষক না থাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হচ্ছে। বেশীর ভাগ পরীক্ষার্থীই ইংরেজী পরীক্ষায় খারাপ করছে। এবং বাধ্য হয়ে অসৎ উপায় অবলম্বন করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উপজেলায় মাত্র কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২/১ জন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইংরেজী শিক্ষক থাকলেও তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের পরিবর্তে বাড়ীতে প্রাইভেট পড়াতে বেশী আগ্রহী। প্রতিদিন ৩/৪টি ব্যাচ, প্রতিটি ব্যাচে ১০/১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নামমাত্র শিক্ষাদান করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকের অভাবের কথা বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইংরেজী বিষয়ক শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ পাঁচ বছর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ প্রদান করলেও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নে চরম গড়িমসি করে। অর্থের বিনিময়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগ লাভজনক বিবেচনা করার ফলে ইংরেজী শিক্ষকের চরম শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।